أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/স)

www.motaher21.net

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

লোকেরা তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে।

You want to say " Aahis"

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২২২

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? বলে দাওঃ সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। এ সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধারে কাছেও যেয়ো না।তারপর যখন তারা পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তাদের কাছে যাও যেভাবে যাবার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে।

২২২ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা ঋতুবতী স্ত্রীলোকদেরকে তাদের সাথে খেতে দিত না এবং তাদের পার্শ্বে রাখত না। সাহাবীগণ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাস ছাড়া সবকিছু করতে পার। (সহীহ মুসলিম হা: ৩০২)

ইকরিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তাঁর ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে থাকতে চাইতেন তাহলে স্ত্রীর নিম্নার্ধে ভাল ভাবে কাপড় বেঁধে নিতেন। (আবূ দাঊদ হা: ২৭২, সহীহ)

আয়িশাহ (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তাঁর মাথা ধৌত করে দিতে বললেন- আমি তার মাথা ধৌত করে দিলাম তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম এবং আমার ঋতুকালীন অবস্থায় তিনি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। (সহীহ বুখারী হা: ২৯৫, ২৯৭)

মেয়েদের ঋতুস্রাব তিন প্রকার:

১. হায়িয: মেয়েরা সাবালিকা হলে তাদের জরায়ু হতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকদিন স্বাভাবিকভাবে যে রক্তস্রাব হয় তাকে হায়িয বলে। এর নিম্ন সময় ও উর্ধ্ব সময় সহীহ হাদীসে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। তবে অধিকাংশদের ছয় বা সাত দিন হয়ে থাকে।

২. নিফাস: সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয় তাকে নিফাস বলে। এর নিম্ন কোন সময় নেই তবে ঊর্ধ্ব সময় হলো ৪০দিন। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১১২ -১১৩)

হায়িয ও নিফাস চলাকালীন সময় সালাত পড়া যাবে না এবং তা পরে আদায়ও করতে হবে না। রোযা রাখা যাবে না, তবে পবিত্র হয়ে আদায় করতে হবে। কাবায় তাওয়াফ করা যাবে না। মাসজিদে অবস্থান করা যাবে না। কুরআন মাজিদ গিলাফ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না। স্বামী-স্ত্রীর সহবাস করা যাবে না।

৩. ইস্তিহাযা: হায়িয ও নিফাস এর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও যে রক্তস্রাব হতে থাকে তাকে ইস্তিহাযা বলা হয়। এমন অবস্থায় প্রতি ওয়াক্তে গুপ্তাঙ্গ ধৌত করে নতুনভাবে ওযূ করে সালাত আদায় করবে এবং রোযাও রাখবে। স্বামী-স্ত্রী সহবাসও করতে পারবে।

(قُلْ هُوَ أَذًى)

‘তুমি বল, তা কষ্টদায়ক’ অর্থাৎ ঋতুস্রাব মহিলাদের জন্য কষ্টদায়ক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এটা আল্লাহ তা ‘আলা আদম (আঃ)-এর কন্যাদের ওপর আবশ্যক করে দিয়েছেন। (সুনান ইবনু মাযাহ হা: ৬৩৭ হাসান)

(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)

‘পবিত্র হওয়ার’ দু’ টি অর্থ হতে পারে: ১. রক্ত আসা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু গোসল করেনি। কারো কারো মতে এ অবস্থায় সহবাস জায়েয তবে সঠিক কথা হল নাজায়েয।

হাফিজ ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন: এ ব্যাপারে আলেমগণ এক মত পোষণ করেছেন যে, ঋতুর রক্ত আসা বন্ধ হওয়ার পর গোসলের পূর্বে সহবাস করা বৈধ হবে না। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ১/৫৬৫)

২. গোসল করার পর পবিত্র হওয়া।

(مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)

‘আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়’ অর্থাৎ যোনি পথে। কারণ মাসিক অবস্থায় এ যোনি পথই ব্যবহার করা নিষেধ করা হয়েছে। তাই পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মূল আয়াতে ‘আযা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় অশুচিতা, অপরিচ্ছন্নতা আবার রোগ-ব্যধিও। হায়েয কেবলমাত্র একটি অশুচিতা ও অপরিচ্ছন্নতাই নয় বরং চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই অবস্থাটি সুস্থতার তুলনায় অসুস্থতারই বেশী কাছাকাছি।

এ ধরনের বিষয়গুলোক কুরআন মজীদ উপমা ও রূপকের মাধ্যমে পেশ করে। তাই এখানে দূরে থাকা ও ধারে কাছে না যাওয়া শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ঋতুবতী নারীর সাথে এক বিছানায় বসা বা এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে না। তাদেরকে অস্পৃশ্য-অশুচি মনে করে এক ধারে ঠেলে দিতে হবে, এমন কথা নয়। যদিও ইহুদি, হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম জাতিদের মধ্যে ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে এ ব্যবহার কোথাও কোথাও প্রচলিত দেখা যায়। রসূলুল্লাহ ﷺ এ নির্দেশটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায়, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কেবলমাত্র সহবাস ছাড়া বাকি সকল প্রকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

এখানে শরীয়াতের নির্দেশের কথা বলা হয়নি। বরং এমন নির্দেশের কথা বলা হয়েছে যা স্বভাব সিদ্ধ ও প্রকৃতিজাত। মানুষ ও জীবজন্তুর স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে যাকে নীরবে ও সঙ্গোপনে ক্রিয়াশীল রাখা হয়েছে এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি প্রাণী যে সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই সচেতন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহূদীরা ঋতুবর্তী মহিলাদেরকে তাদের সাথে খেতে দিতো না এবং তাদের পাশেও রাখতো না। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তারই উত্তরে

﴿وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ﴾

এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ‘সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কিছু বৈধ।’ এই কথা শুনে ইয়াহূদীরা বলেঃ ‘আমাদের বিরুদ্ধাচরণই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উদ্দেশ্য।’ উসায়েদ ইবনু হুযায়র (রাঃ) এবং ইবাদ ইবনু বিশর (রাঃ) ইয়াহূদীদের এই কথা নকল করে বলেনঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমাদেরকে তাহলে ঋতুর সময়ও সহবাস করার অনুমতি দিন।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য সাহাবীগণ ধারণা করেন যে, তিনি তাঁদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর এই মহান ব্যক্তিদ্বয় চলে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট কোন এক ব্যক্তি উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দুধ নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের পিছনে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং ঐ দুধ তাদেরকে পান করান। তখন জানা যায় যে, ঐ ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে। (সহীহ মুসলিম-১/১৬/২৪৬, সুনান আবূ দাউদ-১/৬৭/২৫৮, মুসনাদ আহমাদ -৩/১৩২, ২৪৬)

সুতরাং ‘ঋতু অবস্থায় স্ত্রীদের হতে পৃথক থাকো’ এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘সহবাস করো না, এছাড়া অন্যান্য সবকিছুই বৈধ।’ (সহীহ মুসলিম-১/২৪৬) অধিকাংশ ‘আলিমের অভিমত এই যে, সহবাস বৈধ নয় বটে কিন্তু প্রেমালাপ করা বৈধ। হাদীসসমূহেও রয়েছে যে, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদেরকে আদর সোহাগ করতেন, কিন্তু তারা লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতেন। (হাদীস সহীহ। সুনান আবূ দাঊদ-১/৭১/২৭২) আম্মার (রাঃ) -এর ফুফু ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করেন, যদি স্ত্রী হায়িযের অবস্থায় থাকে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিছানা একটিই হয় তবে তারা কি করবে ? অর্থাৎ এই অবস্থায় তার স্বামী তার পাশে শয়ন করতে পারে কি না? ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেনঃ আমি তোমাকে সেই সংবাদই দিচ্ছি যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই করেছেন। আর তা হলো একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়িতে এসেই তাঁর সালাতের জায়গায় চলে যান এবং সালাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। ইতোমধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তিনি শীত অনুভব করে আমাকে বলেনঃ

ادْنِي مِنِّي .فَقُلْتُ :إِنِّي حَائِضٌ .فَقَالَ :اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ .فَكَشَفْتُ فَخِذِي، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي، وحنَيت عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ
(রাঃ) .

‘এখানে এসো আমি বলিঃ আমি ঋতুবর্তী। তিনি আমাকে আমার জানুর ওপর হতে কাপড় সরাতে বলেন। অতঃপর তিনি আমার উরু ও গণ্ড দেশের ওপর বক্ষ রেখে শুয়ে পড়েন। আমিও তার ওপর ঝুঁকে পড়ি। ফলে ঠাণ্ডা কিছু প্রশমিত হয় এবং সেই গরমে ঘুমিয়ে যান।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। সুনান আবূ দাউদ-১/৭০/২৭০) মাসরূক (রহঃ) একবার ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) -এর নিকট গমন করেন এবং বলেনঃ

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى أَهْلِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ :أبو عائشة !مَرْحَبًا مَرْحَبًا، فَأَذِنُوا لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ :إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحِي .فَقَالَتْ :إِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، وَأَنْتَ ابْنِي .فَقَالَ :مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ :لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا.

‘আসসালামু ‘আলান্ নবী ওয়া আহলিহি’ মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। উত্তরে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেনঃ হে আবূ ‘আয়িশাহ্! তোমাকে স্বাগতম। অতঃপর তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। মাসরূক (রহঃ) বলেনঃ আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, কিন্তু লজ্জাবোধ করছি।’ তিনি বলেনঃ ‘আমি তো তোমার মা এবং তুমি আমার ছেলে সুতরাং যা জিজ্ঞেস করতে চাও করো।’ তিনি বলেনঃ ‘আচ্ছা বলুন তো ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর কি করা কর্তব্য?’ তিনি বলেন লজ্জাস্থানে সহবাস ব্যতীত সবই জায়িয। (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর তাবারী -৪/৩৭৮/৪২৪২, ৪২৪৫) অন্য সনদেও বিভিন্ন শব্দে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে এই উক্তি বর্ণিত আছে তবে তাতে একটু বৃদ্ধি আছে যেঃ ل لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ‘কাপড়ের ওপর দিয়ে তার জন্য সবই বৈধ।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৪/৩৭৮/৪২৪৬) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইকরামাহ (রহঃ) -এর ফাতাওয়া এটাই। ভাবার্থ এই যে, ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে উঠাবসা, খাওয়া ও পান করা ইত্যাদি সবই সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ‘আমি ঋতু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মাথা ধৌত করতাম। (সহীহুল বুখারী-১/৪৭৮/২৯৫, সহীহ মুসলিম-২/৮-১০/১৪৪) তিনি আমার ক্রোড়ে হেলান দিয়ে শুইয়ে কুর’ আন মাজীদ পাঠ করতেন। (সহীহুল বুখারী-১/৪৭৯/২৯৭, ফাতহুল বারী ১/৪৭৯, সহীহ মুসলিম-২/১৫/১৪৬।) অন্যত্র ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেনঃ

كُنْتُ أَتَعَرَّقُ العَرْق وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ #فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُ فَمِي فِيهِ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ.

আমি হাড় চুষতাম এবং তিনিও ওখানেই মুখ দিয়ে চুষতনে। আমি পানি পান করে তাঁকে গ্লাস দিতাম এবং তিনিও ওখানেই মুখ দিয়ে ঐ গ্লাস হতে ঐ পানিই পান করতেন।’ (সহীহ মুসলিম-১/১৪/২৪৫, ২৪৬, সুনান আবূ দাউদ-১/৬৮/২৫৯, সুনান নাসাঈ -১/৫৯-৬০/৭০, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৪৩) ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেনঃ

كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ #نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ، وَإِنِّي حَائِضٌ طَامِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُه، وَإِنْ أَصَابَ -يَعْنِي ثَوْبَهُ - شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُه، وَصَلَّى فِيْهِ.

‘আমার ঋতুকালীন অবস্থায় আমি ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই বিছানায় শয়ন করতাম। তাঁর কাপড়ের কোন জায়গা খারাপ হয়ে গেলে তিনি শুধু ঐটুকু জায়গাই ধুয়ে ফেলতেন, শরীরের কোন জায়গায় কিছু লেগে গেলে ঐ জায়গা টুকুও ধুয়ে ফেলতেন এবং ঐ কাপড়েই সালাত আদায় করতেন।’ (সুনান আবূ দাউদ-১/৭০/২৬৯, সুনান নাসাঈ -১/১৬৫/২৮৩, মুসনাদ আহমাদ -৬/৪৪) তবে সুনান আবূ দাউদের অন্য একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি ঋতুর অবস্থায় বিছানা হতে নেমে গিয়ে মাদুরের ওপরে চলে আসতাম। আমি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট আগমন করতেন না।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। সুনান আবূ দাউদ-১/৭০/২৭১) এর ভাবার্থ এই হতে পারে যে, তিনি সতর্কতা মূলক বেঁচে থাকতেন, নিষিদ্ধতার জন্য নয়। এ সম্পর্কে কোন কোন মুফাস্সিরের উক্তি এই যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাপড় বাধানো অবস্থাই উপকার গ্রহণ করেছেন।

হারিস হিলালিয়াহ (রাঃ) -এর কন্যা মায়মুনাহ্ (রাঃ) বলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর কোন সহধর্মিণীর সাথে আদর-সোহাগের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাকে কাপড় বেঁধে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। (সহীহুল বুখারী-১/৪৮৩/৩০৩, ফাতহুল বারী -১/৪৮৩, সহীহ মুসলিম-১/২৪৩/৩) এ রকমই সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এই হাদীসটি ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। (সহীহুল বুখারী-১/৪৮১/৩০২, ফাতহুল বারী -১/৪৮০, সহীহ মুসলিম-১/১/২৪২) এ ছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ) , আবূ দাঊদ (রহঃ) , তিরমিযী (রহঃ) এবং ইবনু মাজাহ (রহঃ) আরো বর্ণনা করেছেন যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সা ‘দ আল আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করেনঃ

مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ :مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

‘আমার স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তার সাথে আমার কোন কিছু বৈধ আছে কি?’ ‘তিনি বলেনঃ ‘কাপড়ের ওপর সব কিছুই বৈধ।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাঊদ-১/৫৫/২১২, জামি ‘ তিরমিযী-১/২৪০/১৩৩, সুনান ইবনু মাজাহ-১/২১৩/৬৫১, মুসনাদ আহমাদ ৪/৩৪২) সুনান আবূ দাউদের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ‘কাপড়ের ওপর সব কিছুই বৈধ। তবে এটা হতে বেঁচে থাকা উত্তম।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। সুনান আবূ দাঊদ-১/৫৫/২১৩) ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) , ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , সা ‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) এবং শুরাইহ্ (রহঃ) -এর অভিমতও এটাই। আর ইমাম শাফি ‘ঈ (রহঃ) -এর এই ব্যাপারে দু’ টি উক্তি রয়েছে, তন্মধ্যে এটাও একটি। অধিকাংশ ‘ইরাকী প্রভৃতি মনীষীরও অভিমত এটাই। তারা বলেন যে, সহবাস যে হারাম এটাতো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কাজেই এর আশপাশ থেকেও বেঁচে থাকা উচিত যাতে হারামের মধ্যে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। ঋতুর অবস্থায় সহবাসের নিষিদ্ধতা এবং যে ব্যক্তি এই কার্যে পতিত হবে তার পাপী হওয়া, এটা তো নিশ্চিত কথা। তাকে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে কি-না। এ বিষয়ে ‘আলিমগণের দু’ টি উক্তি রয়েছে।

প্রথম উক্তি এই যে তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে। মুসনাদ আহমাদ ও সুনানের মধ্যে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

.الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

‘যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সে যেন একটি স্বর্ণ মুদ্রা বা অর্ধ মুদ্রা দান করে।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-১/৬৯/২৬৪, জামি ‘ তিরমিযী-১/২৪৪/১৩৬, সুনান নাসাঈ -১/২০৫, ২০৬/৩৬৮, ১/১৬৮/২৮৮, সুনান ইবনু মাজাহ-১/২১০/৬৪০, সুনান দারিমী-১/২৭০/১১০৬, মুসনাদ আহমাদ -১/২৭২, ৩২৫, ৩৬৭, সুনান বায়হাক্বী-১/৩১৬,৩১৭) জামি ‘ তিরমিযীর মধ্যে রয়েছে যেঃ

.إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

‘যদি রক্ত লাল হয় তবে একটা স্বণ মুদ্রা আর যদি রক্ত হলদে বণের হয় তবে অর্ধ স্বর্ণ মুদ্রা।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। জামি ‘ তিরমিযী-১৩৭)

মুসনাদ আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, যদি রক্ত শেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং এখন পর্যন্ত স্ত্রী গোসল না করে থাকে, এই অবস্থায় যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তবে অর্ধ দীনার, নচেৎ এক দীনার। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -১/৩৬৭)

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, কাফ্ফারা কিছুই নেই। শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেই চলবে। ইমাম শাফি ‘ঈ (রহঃ) ও এ কথাই বলেন। তাছাড়া অধিকতর সঠিক মাযহাবও এটাই এবং জামহূর ‘উলামাও এই মতই পোষণ করেন। কারণ পূর্বে বর্ণিত কাফ্ফারার হাদীসগুলো মারফূ হিসেবে বর্ণিত হলেও তাদের মতে এগুলো মাওকূফ হাদীস হওয়ায় বিশুদ্ধ। কেননা বর্ণনা হিসেবে এগুলো মারফূ ‘ও মাওকূফ উভয় রূপে বর্ণিত হয়েছে। আবার অধিকাংশ হাদীসশাস্ত্রবিদগণের মতেও সঠিক কথা এই যে, এগুলো মাওকূফ হাদীস।

অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ﴾ ‘তাদের নিকটে যেয়ো না, যে পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়।’ এ নির্দেশের তাফসীর হচ্ছে যে, ঋতুর অবস্থায় স্ত্রীগণ হতে তোমরা পৃথক থাকবে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ঋতু শেষ হয়ে গেলে তাদের নিকট যাওয়া বৈধ। ইমাম আবূ ‘আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) বলেন, পবিত্রতা বলে দিচ্ছে যে, এখন তার নিকটে যাওয়া জায়িয। মায়মুনাহ (রাঃ) এবং ‘আয়িশাহ্‌ (রাঃ) বলেনঃ আমাদের মধ্যে যখন কেউ ঋতুবর্তী হতেন তখন তিনি কাপড় বেঁধে নিতেন এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে চাদরে শুয়ে যেতেন। এর দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে যে, নিকটে যাওয়া হতে নিষেধ করার অর্থ সহবাস হতে নিষেধ করা। এছাড়া তার সাথে শয়ন , উপবেশন ইত্যাদি সবই বৈধ।

এরপরে ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ﴾ ‘তারা যখন পবিত্র হবে তাদের সাথে সহবাস করো।’ ইমাম ইবনু হাযাম (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক হায়িযের পবিত্রতার ওপর সহবাস করা ওয়াজিব। তার দলীল হচ্ছে فاتوهن অর্থাৎ তাদের নিকটে এসো এই শব্দটি। কিন্তু এটা কোন শক্ত দলীল নয়। এটা শুধু অবৈধতা সরিয়ে দেয়ার ঘোষণা। এছাড়া অন্য কোন দলীল তার কাছে নেই।

উসূল শাস্ত্রের ‘আলিমগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে আমর অথাৎ নির্দেশ সাধারণত অবশ্যকরণীয়রূপে এসে থাকে। তাঁদের পক্ষে ইমাম ইবনু হাযাম (রহঃ) -এর কথার উত্তর দেয়া খুব কঠিন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এই নির্দেশ শুধু অনুমতির জন্য। এর পূর্বে নিষিদ্ধতার কথা এসেছে বলে এটা এরই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এখানে আমর তথা নির্দেশটি অবশ্য করণীয়ের জন্য নয়। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়।

অতএব দলীল দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে তা এই যে, এরূপ স্থলে অর্থাৎ পূর্বে নিষিদ্ধ এবং পরে নির্দেশ, এ অবস্থায় নির্দেশ স্বীয় মূলের ওপরেই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ তা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যেমন ছিলো এখন তেমনি হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যদি কাজটি ওয়াজিব থেকে থাকে তবে এখনো ওয়াজিবই থাকবে। যেমন কুর’ আন মাজীদের মধ্যে রয়েছেঃ

﴿فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ﴾

অর্থাৎ যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদের হত্যা করো। (৯ নং সূরাহ আত তাওবাহ, আয়াত-৫)

আর যদি নিষিদ্ধতার পূর্বে তা বৈধ থেকে থাকে তবে তা বৈধ থাকবে। যেমন আল কুর’ আনের বাণীঃ ﴿وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا﴾ ‘যখন তোমরা ইহরাম খুলে দিবে তখন তোমরা শিকার করো।’ (৫ নং সূরাহ আল মায়িদাহ, আয়াত-২) অন্য স্থানে রয়েছেঃ ﴿فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ﴾ ‘যখন সালাত পুরো করা হয়ে যাবে তখন তোমরা যমিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ো।’ (৬২নং সূরাহ আল জুমু ‘আহ, আয়াত-১০) উক্ত ‘আলিমগণের এই সিদ্ধান্ত ঐ বিভিন্ন উক্তিগুলোকে একত্রিত করে দেয় যে, যা ‘আমর’ এর অবশ্যকরণীয় ইত্যাদি সম্বন্ধে রয়েছে। ইমাম গাযালী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী কতোগুলো ইমাম এটা পছন্দও করেছেন। আর এটাই সঠিকও বটে। এই জিজ্ঞাস্যঃ বিষয়টি ও স্মরণীয় যে, যখন হায়িযের রক্ত আসা বন্ধ হবে এবং সময় অতিক্রান্ত হবে, এর পরেও স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস হালাল হবে না যে পর্যন্ত সে গোসল না করবে। তবে হ্যাঁ, যদি তা কোন ওযর থাকে এবং গোসলের পরিবর্তে যদি তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়িয হয় তাহলে তায়াম্মুম করার পর তার কাছে স্বামী আসতে পারবে। এতে সমস্ত ‘আলিমের মতৈক্য রয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এ সমস্ত ‘আলিমের বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, যদি হায়িয শেষ সময়কাল অর্থাৎ দশ দিন পর্যন্ত থেকে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে গোসল না করলেও তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একবারতো يَطْهُرْنَ রয়েছে; এর ভাবার্থ হচ্ছে হায়িযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর তাতাহ্হারনা’ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে গোসল করা। মুজাহিদ (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) , লায়িস ইবনু সা ‘দ (রহঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিগণও এটাই বলেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৬৮২, ৬৮৩)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মাসিক বা ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম।

২. মাসিক বা ঋতু থেকে মুক্ত হয়ে গোসল না করা পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস নিষেধ।

৩. সর্বদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা ‘আলাকে ভয় করা আবশ্যক।

৪. সকলকে আল্লাহ তা ‘আলার কাছে ফিরে যেতে হবে।

৫. হায়িয, নিফাস ও ইস্তিহাযা অবস্থায় কঅ করণীয় তা জানতে পেলাম।